হোমিওপ্যাথিক

মানসিক ও যৌন চিকিৎসা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানসিক রোগ	
মানসিক রোগ ও চিকিৎসা	১০
শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ	২৩
দুর্বলতা ও মানসিক লক্ষণ	২৭
নিদ্রা ও অনিদ্রা-সহ মানসিক লক্ষণ এবং রোগীর প্রকৃতি-লক্ষণ	৩১
বিভিন্ন মানসিক অবস্থার ওষুধ	৩৬
জিভের পীড়া ও মানসিক লক্ষণ	৪২
জিহ্বা-পীড়ার নানা রকম উপসর্গ ও ওষুধ	৫১
ডিলিরিয়াম বা প্রলাপ লক্ষণ	৫৫
বিভীষিকা-দর্শন ও মানসিক লক্ষণ	৬৬
বিভিন্ন পীড়া-উপসর্গ সহ মানসিক লক্ষণ	
দাঁতের পীড়া	৭০
দাঁতের পীড়ার অন্যান্য উপসর্গ	৭২
কানের পীড়া	৭৩
চোখের পীড়া	৭৫
গলার পীড়া	৮০
চর্মপীড়া ও মানসিক লক্ষণ	৮৩
বেদনা ও মানসিক লক্ষণ	৮৯
বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন চরিত্রের বেদনা	৯৪
বাত ও মানসিক লক্ষণ	৯৫
সায়াটিকা ও পক্ষাঘাত জনিত মানসিক লক্ষণ	
সায়াটিকা	৯৯
পক্ষাঘাত	১০১
কম্পন	১০৪
যৌন রোগ	
ধ্বজভঙ্গ	১০৫
শুক্রস্খলন	১০৮
স্বপ্নদোষ	১০৯
কামোন্মাদ	১১০
অন্ডকোষের পীড়া	১১১
রজঃস্রাব ও রজঃবন্ধ	১১৩
রজঃরোধ ও সে-কারণে পীড়া	১১৭
রক্তস্রাব-সহ অন্যান্য উপসর্গ	১১৯
রক্তহীনতা ও রক্তাধিক্যের বিভিন্ন উপসর্গ	১২২
গর্ভপাত ও গর্ভস্রাব জনিত উপসর্গ	১২৪
গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন পীড়া	
গর্ভাবস্থায় দন্ত বেদনা	১২৫
গর্ভাবস্থায় শিরঃপীড়া	১২৫
গর্ভাবস্থায় বমি ও বমি-বমি ভাব	১২৬
গর্ভাবস্থায় লালাস্রাব ও বমি-বমি ভাব	১২৭
গর্ভাবস্থায় রোগিনীর বেদনা	১২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
গর্ভাবস্থায় বুক ধড়ফড়ানি	১২৮
গর্ভাবস্থায় মূর্ছা	১২৮
গর্ভাবস্থায় মুখ দিয়ে ওল ওঠা	১২৯
গর্ভাবস্থায় পেটে খামচানি বেদনা	১৩০
গর্ভাবস্থায় অনিদ্রা	১৩০
গর্ভাবস্থায় অর্শ	১৩১
গর্বাবস্থায় কাশি	১৩১
বারংবার গর্ভপাতের চিকিৎসা	১৩১
গর্ভপাতের চিকিৎসা	১৩২
জরায়ুর পীড়া	১৩৩
ডিম্বকোষের পীড়া	১৩৬
বাধক বেদনা	১৩৮
প্রদর পীড়া	১৪১
ভ্যাঁদাল ব্যথা	১৪৩
প্রসব বেদনা	১৪৩
প্রসবান্তিক স্রাব	১৪৪
সূতিকা পীড়া	১৪৪
জেনে রাখা দরকার	
প্রসবকালীন বিভিন্ন উপসর্গ	১৪৬
প্রসূতির স্তনে প্রদাহ (ঠুনকো)	১৪৭
স্তনে দুধ কম	১৪৮
স্তনে বেদনা	১৪৮
প্রসূতির দুধ জ্বর	১৪৯
স্তনে দুধ বৃদ্ধি	১৪৯
মূর্ছা	১৪৯
প্রসবান্তিক অতিরিক্ত রক্তস্রাব	১৫০
আক্ষেপ বা খেঁচুনি	১৫০
স্ত্রী-ধর্মের বিভিন্ন উপসর্গের চিকিৎসা	১৫১
জরায়ুতে অর্বুদ	১৫৭
যোনিতে প্রদাহ	
নতুন পীড়া	১৫৮
পুরাতন পীড়া	১৫৮
যোনি পীড়ার বিভিন্ন উপসর্গ	১৫৯
হরিৎ পীড়া	১৬০

মানসিক রোগ

মন সংক্রান্ত যাবতীয় রোগকে বলে 'মানসিক রোগ'। যে-সব ব্যক্তি মানসিক রোগের শিকার হন তাঁদের মধ্যে নানা রকমের বাহ্যিক লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—রোগী সর্বদাই বিমর্ষ হয়ে থাকে; লেখার সময় শব্দ বা অক্ষর ভুল করে; কথা বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ কি কথা বলছিল তা ভুলে যায়; বিড় বিড় করে কি-সব বকে তার বিন্দু-বিসর্গও বোঝা যায় না; কাঠকয়লা প্রভৃতি অখাদ্য খেতে চায়; নিজের লিঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করে; অশ্লীল কথাবার্তা বলে; উগ্র ভাব প্রদর্শন করে প্রভৃতি। কোনো রোগের সঙ্গে এইসব মানসিক লক্ষণ দৃষ্ট হলে উক্ত রোগীকে কেবলমাত্র মানসিক লক্ষণ বিবেচনা করে ওষুধ প্রদান করলে সেই রোগটিও অনেক সময় নিরাময় হয়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চিকিৎসা-ক্ষেত্রে মানসিক রোগসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

আমরা এই পুস্তকখানিতে মানসিক লক্ষণসমূহের চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করবো। সর্বাগ্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা নয়—রোগীর চিকিৎসা। অর্থাৎ রোগীকে যদি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করা যায় তাহলে সেই রোগীর দেহে রোগের চিহ্নমাত্রও থাকে না।

ভালো রান্নার জন্য কেবল ভালো রাঁধুনী হলেই হবে না—উপকরণগুলিও ভালো হওয়া চাই। রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি খাটে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক ও ওষুধ—উভয়ই ভালো হওয়া দরকার। অনেক দিনের পুরনো ওষুধে কোনো উপকার না পাবারই কথা—কেননা, ওষুধের গুণ নষ্ট হলে সে ওষুধে কোনো কাজ হয় না। আবার ঐ একই সঙ্গে রোগীরও সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা থাকা দরকার। নিয়মিত ওষুধ সেবন করা এবং আনুষঙ্গিক নিয়মকানুন যথাবথ পালন করা রোগীর অবশ্য কর্তব্য।

মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে উত্তাপ লাগানো উচিত নয়—সব সময় তাকে স্বাভাবিক ঠাণ্ডার মধ্যে রাখতে হয়। উত্তাপ লাগালে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে রোগীর অবস্থা মন্দের দিকে যায়। কোনো উত্তেজক খাদ্য বা পানীয় রোগীর পক্ষে হিতকর নয়। রোগীর পরিচর্যার দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার।

মনে রাখতে হবে, মানসিক রোগ মানে মানসিক বিকৃতি। ঐ বিকৃত অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাকেই বলে মানসিক চিকিৎসা।

মানসিক রোগ চিকিৎসা

- সমস্যা ঃ রোগীর কোনো প্রকার বেদনা-যন্ত্রণা নেই, অথচ সে ছটফট করে।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করাতে হবে আর্সেনিক ৬। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী মনে মনে কাঁদে।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করাতে হবে ইগ্নেসিয়া ৬ বা ৩০। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী কোনো প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করাতে হবে ককুলাস ইণ্ডিকা ৩০। প্রত্যহ রাত্রে শোবার আগে।
- সমস্যা ঃ মানসিক অস্থিরতা, ছটফটানি।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করাতে হবে আর্সেনিক ৬ বা ৩০। প্রত্যহ প্রাতে বা রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ কোনো কিছু নিতে বললে তা নিতে ভয় করে।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করাতে হবে হায়োসিয়ামস ৬। প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী একটুতেই ক্রুদ্ধ হয়।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করতে দিন ককুলাস ইণ্ডিকা ৩০। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ কেউ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এমন সন্দেহ।
  সমাধান ঃ এমন ক্ষেত্রে সেবন করতে দিন হায়োসিয়ামস ৬। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ গভীর দুঃখ নীরবে সহ্য করে।
  সমাধান ঃ এমন ক্ষেত্রে সেবন করাতে হবে ইগ্নেসিয়া ৩০। রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ ছটফটানি, মানসিক অস্থিরতা।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করাতে হবে আর্সেনিক ৬। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগীর স্মরণশক্তি হ্রাস পায়।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করাতে হবে এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্ট ২০০। প্রতিদিন রাত্রে সেব্য।

- সমস্যা ঃ রোগী অস্থির ও উত্তেজিত হয়।
  সমাধান ঃ এমন ক্ষেত্রে সেবন করাতে হবে ফেরম-মেট ২০০। প্রতিদিন প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ শিশু ঘুমোতে ঘুমোতে চিৎকার করে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করাতে হবে সিনা ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী একা-একা থাকতে চায়।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন হায়োসিয়ামস ৬। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ ভবিষ্যতের জন্য নানা রকম চিন্তা ও কল্পনা। ঘুমাতে পারে না।
  সমাধান ঃ এমন ক্ষেত্রে সেবন করতে দিন কফিয়া ৬। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী শোককাতর, দুঃখিত—সেজন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করতে দিন ইগ্নেসিয়া ২০০। প্রতিদিন রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী গভীর শোক-দুঃখ নীরবে সহ্য করে—কারো কাছে কিছু প্রকাশ করে না।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন ইগ্নেসিয়া ৩০। প্রতিদিন রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগীর আত্মহত্যার ইচ্ছা।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন অরম-মেট ২০০। প্রতিদিন প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী সামান্য কারণে অন্যকে দোষী বিবেচনা করে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করাতে হবে ককুলাস ইণ্ডিকা ৩০ বা ২০০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী অস্থির ও রাগী।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করাতে হবে ক্যালকেরিয়া-সিলিকা ৩০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী উদাস, বিমর্ষ।
  সমাধান ঃ এমন ক্ষেত্রে সেবন করাতে হবে এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্ট ২০০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।

- সমস্যা ঃ রোগী অস্থির, উত্তেজিত।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন ফেরম-মেট ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগীর মৃত্যুভয় থাকে, ছটফটানি।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন আর্সেনিক ২০০। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী মৃত্যুর দিন ধার্য করে বলে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন আর্জেন্ট-মেট ২০০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রাগী, খিটখিটে ও খুঁতখুঁতে শিশু।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন এন্টিম ক্রুড ৩০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ শিশু মায়ের কোল ছাড়তে চায় না।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন এন্টিম-টার্ট ২০০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ কম বয়সী ব্যক্তিকে অধিক বয়সের বলে মনে হয়।
  সমাধান ঃ এই উপসর্গে সেবন করাতে হবে আর্জেন্ট-মেট ২০০। প্রত্যহ ২ বেলা সেব্য।
- সমস্যা ঃ মনমরা শিশু। কেউ তার দিকে তাকালে কাঁদে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন এন্টিম-ক্রুড ২০০। প্রতিদিন রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ শিশুর গায়ে হাত দিলে কাঁদে, বিরক্ত হয়।
  সমাধান ঃ এই উপসর্গে সেবন করাতে হবে এন্টিম-টার্ট ৩০। প্রতিদিন রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগীর গীতবাদ্যে কান্না পায়।
  সমাধান ঃ রোগীকে সেবন করাতে হবে গ্র্যাফাইটিস ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে।
- সমস্যা ঃ রোগী একটুতেই উত্তেজিত ও বিরক্ত হয়; কোনো প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন কোনিয়ম ৬। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে সেব্য।

- সমস্যা ঃ রোগী সব সময় নিজের পীড়ার কথা ও অবস্থার কথা বলে।
  সমাধান ঃ এই উপসর্গে সেবন করতে দিন আর্জেন্ট-নাইট্রিক ৩০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন অরাম-মেট ৩০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী নিজের মৃত্যু কামনা করে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন অরাম-মেট ২০০। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী কথাবার্তা বলার জন্য কাছে একজন লোক চায়—একা থাকতে পারে না।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন আর্জেন্ট-নাইট্রিক ৩০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ সদাই বিমর্ষ, নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ভাবে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করাতে হবে গ্র্যাফাইটিস ২০০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী একলা থাকতে পারে না—অথচ কারো সঙ্গে কথাও বলতে চায় না।
  সমাধান ঃ এই সমস্যায় রোগীকে সেবন করতে দিন ভেরেট্রম-এলবাম ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ ক্রমাগত একটার পর একটা চিন্তার উদয় হয়।
  সমাধান ঃ এই উপসর্গে সেবন করতে দিন ম্যানসিনেলা ৬। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ কোনো বিষয়ে ঠিক কথা বলতে পারে না।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন ডলকামারা ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ সর্বদাই বিষাদিত, উদাসীন, আত্মহত্যার ইচ্ছা।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন রাস-টক্স ২০০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।

- সমস্যা ঃ কোনো গোলযোগপূর্ণ বা লোক-সমাকীর্ণ জায়গায় যেতে ভয়।
  সমাধান ঃ এমন ক্ষেত্রে সেবন করতে দিন একোনাইট ন্যাপ ৬। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ নিজের জিনিসপত্র ফেলে দেয়—এজন্য কোনো রকম মানসিক কষ্ট পায় না।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন স্ট্যাফিসেগ্রিয়া ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ বিষ সেবন করে প্রাণ হারানোর ভয়।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন হায়োসিয়ামস ৬। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগীর স্বভাব প্রতিহিংসাপূর্ণ, নীরবে কাঁদে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন ন্যাট্রম-মিউর ৩০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ ভবিষ্যৎ ঘটনা ও মৃত্যুর জন্য ভয়।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করাতে হবে ক্যালকেরিয়া-কার্ব ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ প্রতিহিংসার সঙ্গে রাগ ও খিটখিটে স্বভাব।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করাতে হবে কলোসিন্থ ২০০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ উন্মাদ অবস্থার আরম্ভ।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন ক্রোকাস ৬। প্রতিদিন সকালে সেব্য।
- সমস্যা ঃ নিজের উপর বিশ্বাস ও আস্থাহীনতা; সে ভাবে অন্যেও তার প্রতি ঐ রকম ভাবে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন অরাম-মেট ২০০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী নীরবে কাঁদে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন মার্ক-সল ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।

- সমস্যা ঃ বাহ্যিক ও মানসিক চাঞ্চল্য।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন নাক্স-ভম ৬। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ অত্যন্ত দুঃখ ও ব্যাকুল স্বভাব।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন ল্যাকেসিস ৬। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগী নিজেকে নিজে ভয় করে।
  সমাধান ঃ এই উপসর্গে সেবন করতে দিন আর্সেনিক ৩০। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ মানসিক উত্তেজনা, তারপর মাথার যন্ত্রণা।
  সমাধান ঃ এই উপসর্গে সেবন করতে দিন কোকা ৬। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে ভয়ানক নিদ্রালুতা। শুতে ভয় পায়।
  সমাধান ঃ এই উপসর্গে সেবন করাতে হবে নক্স-মস্কেটা ৩০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ বজ্রপাত ও মেঘ গর্জনের শব্দে ভয়ে কেঁপে ওঠে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করাতে হবে মরফিণ ৬। প্রতিদিন রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ অন্যের অনিষ্ট করার ইচ্ছা।
  সমাধান ঃ এই উপসর্গে সেবন করতে দিন ক্যামোমিলা ২০০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগীর মানসিক দুঃখ, কেঁদে ফেলে।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন পালসেটিলা ৩০। প্রত্যহ রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ রোগীর অস্থিরতা, অত্যন্ত গরমে অস্থির হয়।
  সমাধান ঃ এমন উপসর্গে সেবন করতে দিন ক্যামোমিলা ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।
- সমস্যা ঃ নীরবে কাঁদে, বার বার মনে হয় সে একা-একা আছে।
  সমাধান ঃ এই উপসর্গে সেবন করতে দিন ক্যামোবিলা ৩০। প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে সেব্য।